রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, মে ৩১, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-১৭ (বিশ্ববিদ্যালয়-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ/১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বঙ্গাব্দ

এস. আর. ও নং ৯৪-আইন/২০১৪—বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৫নং আইন)-এর ধারা ৫০, ধারা ৩ ও ৩৯-এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম**।—এই বিধিমালা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **প্রয়োগ**।—এই বিধিমালা কোনো বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রতিনিধি, বা দেশী অথবা বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও উদ্যোক্তা উভয় পক্ষ কর্তৃক যৌথভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত শাখা ক্যাম্পাস এবং স্টাডি সেন্টারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৫নং আইন;

(২) "উদ্যোক্তা" অর্থ শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপনকারী বা স্থাপনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্তকারী কোন জনকল্যাণকামী ব্যক্তি, শিক্ষানুরাগী, গোষ্ঠী, ব্যক্তি-গোষ্ঠী, দাতব্য-ট্রাস্ট ও প্রতিষ্ঠান;

(৩) "কমিশন" অর্থ University Grants Commission Order, 1973 (P.O. No. 10 of 1973)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;

(৪) "বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে অন্য কোন দেশে উহার আইনের অধীন স্থাপিত ও পরিচালিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

(৫) "শাখা ক্যাম্পাস" অর্থ কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এককভাবে অথবা স্থানীয় প্রতিনিধি অথবা কোন দেশী বা বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যৌথভাবে বাংলাদেশে স্থাপিত ও পরিচালিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস;

(৬) "সনদপত্র" অর্থ বিধি ১২-এর অধীন প্রদত্ত সনদপত্র;

(৭) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(৮) "সাময়িক অনুমতিপত্র" অর্থ বিধি ৫-এর অধীন প্রদত্ত সাময়িক অনুমতিপত্র;

(৯) "স্টাডি সেন্টার" অর্থ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে উহার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গ্রাজুয়েট ও আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ের ডিগ্রি, ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেট কোর্স অনুসারে পরিচালিত ও তদ্‌কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নপত্র ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে সকল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের নিমিত্ত শিক্ষার্থীগণকে ক্লাশ পরিচালনাসহ এতদ্‌সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে স্থাপিত ও পরিচালিত যে কোন স্টাডি সেন্টার; এবং

(১০) "স্থানীয় প্রতিনিধি" অর্থ বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার পরিচালনার উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় প্রতিনিধি।

৪। **সাময়িক অনুমতিপত্র ও সনদপত্রের জন্য আবেদন, ইত্যাদি**।—(১) কোন ব্যক্তি কমিশনের নিকট হইতে সাময়িক অনুমতিপত্র বা, ক্ষেত্রমত, সনদপত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কোনো শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সাময়িক অনুমতিপত্র বা, ক্ষেত্রমত, সনদপত্র গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে এবং বিধি ৯-এ উল্লিখিত ফি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানপূর্বক কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের সহিত প্রযোজ্যতা অনুসারে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে "বোর্ড অব এ্যাক্রিডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন", মেডিকেল বা ডেন্টাল শিক্ষার ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল", নার্সিং শিক্ষার ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল" এবং ফার্মেসী শিক্ষার ক্ষেত্রে "বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল" এর ছাড়পত্র;

(খ) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নিজ দেশে আইনগতভাবে অনুমোদিত এবং স্বীকৃত এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল বা মান নির্ণয়কারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এ্যাক্রিডিটেশন এবং বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট দূতাবাস কর্তৃক উক্ত এ্যাক্রিডিটেশন সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র;

(গ) সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি, উদ্যোক্তা পরিচিতি, সাংগঠনিক কাঠামো, বিস্তারিত সিলেবাসসহ পাঠক্রমের তালিকা, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষকগণের তালিকা, শিক্ষকগণের আবশ্যিক শিক্ষাগত যোগ্যতা, জীবন বৃত্তান্ত, শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারে শিক্ষকতা করার সম্মতি এবং প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো স্থাপনের কর্মপরিকল্পনা, বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎস;

(ঘ) ক্রয় বা ভাড়াকৃত ভবনের অনুমোদন ও মালিকানার দলিলাদিসহ ক্রয় অথবা ভাড়া সংক্রান্ত দলিল অথবা চুক্তিপত্রের সত্যায়িত কপি;

(ঙ) স্থানীয় প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তার সহিত বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা স্টাডি সেন্টারের মধ্যে সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত কপি;

(চ) বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস কর্তৃক প্রদত্ত মূল বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্তৃপক্ষের লিখিত ছাড়পত্র;

(ছ) শাখা ক্যাম্পাস স্থাপন বা পরিচালনার জন্য কমিশনের অনুকূলে জমাকৃত বিধি ৯-এ উল্লিখিত পরিদর্শন ফি এর ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার;

(জ) স্টাডি সেন্টার স্থাপন বা পরিচালনার জন্য কমিশনের অনুকূলে জমাকৃত বিধি ৯-এ উল্লিখিত পরিদর্শন ফি এর ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার;

(ঝ) দফা (ছ) এবং (জ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালা জারীর পূর্বে স্থাপিত ও পরিচালিত সকল শাখা ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টারকে এই বিধিমালা জারীর তারিখ হইতে পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিধি ৯-এ উল্লিখিত হারে পরিদর্শন ফি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আবেদন ও তথ্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে কমিশন প্রাথমিকভাবে আবেদনটি মঞ্জুর করিতে পারিবে অথবা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনটি নামঞ্জুর করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনটি প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর বা নামঞ্জুর সম্পর্কিত কমিশনের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে যথাশীঘ্র সম্ভব, অবহিত করিতে হইবে।

(৫) কমিশন, প্রয়োজনে, আবেদনসমূহ বিবেচনার সুবিধার্থে অতিরিক্ত বিস্তারিত তথ্য বা আনুষঙ্গিক অন্য কোন কাগজাদি দাখিল করিবার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীন আবেদন প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর করা হইলে কমিশন সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র সরকারের নিকট উহার সুপারিশসহ পেশ করিবে এবং সরকার প্রত্যেকটি মঞ্জুরকৃত আবেদনপত্রের জন্য একটি করিয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইস্যু করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর হইলে আবেদনকারী নামঞ্জুর হইবার তারিখ হইতে ২ (দুই) মাসের মধ্যে সরকারের নিকট পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৮) পৃথক বা একক মালিকানায় একই নামে বা একই নম্বরে একাধিক শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে না।

৫। **সাময়িক অনুমতিপত্র প্রদান, ইত্যাদি**।—(১) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন বা পরিচালনার জন্য আবেদন প্রাথমিকভাবে মঞ্জুর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে কমিশনের মাধ্যমে বিধি ৭ এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, সরকারের নিকট সাময়িক অনুমতিপত্রের জন্য, আবেদন করিতে হইবে।

(২) সরকার আবেদনপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক আবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করিবার জন্য, তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধিসহ কমিশন কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি পরিদর্শন কমিটি গঠন করিবে।

(৩) পরিদর্শন কমিটি আবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো যথা, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ল্যাবরেটরী, সেমিনার কক্ষ, কমনরুম, ক্যান্টিন এবং শিক্ষকমন্ডলীসহ অন্যান্য মানবসম্পদের সাংগঠনিক কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(৪) সরকার উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী বিধি ৭ এর শর্তাবলী পূরণ করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সুনির্দিষ্ট শর্তে, আবেদনকারীকে শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন বা পরিচালনার জন্য সাময়িক অনুমতিপত্র প্রদান করিবে।

(৫) সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৭ (সাত) বৎসর।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন যাচাইবাছাইপূর্বক সরকার যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, আবেদনকারী বিধি ৭ এর কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা হইলে সরকার, আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা আবেদনটি নামঞ্জুর করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন নামঞ্জুর আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা প্রদানপূর্বক সরকারের নিকট পুনঃবিবেচনার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৬) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সরকার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬। **সাময়িক অনুমতিপত্র স্থগিত, বাতিলকরণ, ইত্যাদি**।—(১) সাময়িকভাবে অনুমতিপত্র প্রাপ্ত শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার বিধি ৭ এর কোন শর্ত ভংগ করিলে বা উহার কোন ব্যত্যয় ঘটাইলে সরকার সাময়িক অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালা জারীর পূর্বে স্থাপিত শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার বিধি ২ বা বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) লঙ্ঘন করিলে সরকার উক্ত শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা স্থগিত করিতে পারিবে।

৭। **সাময়িক অনুমতিপত্রের জন্য শর্তাবলী**।—বিধি ৫ এর অধীন সাময়িক অনুমতিপত্র লাভের জন্য, প্রযোজ্যতা অনুসারে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত ভবনে কমপক্ষে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গফুট ফ্লোর এলাকা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান হয় এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রেণিকক্ষ থাকিতে হইবে;

(খ) স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজস্ব অথবা ভাড়াকৃত ভবনে অন্যূন ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গফুট ফ্লোর এলাকা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান হয় এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে শ্রেণিকক্ষ থাকিতে হইবে;

(গ) আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক বিভাগ, প্রোগ্রাম বা কোর্সের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিভাগ, প্রোগ্রাম বা কোর্সের প্রকৃতি বিবেচনায় প্রয়োজনে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা যাইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করিলে মোট শিক্ষকের এক-তৃতীয়াংশের বেশি হইতে পারিবে না;

(ঘ) শাখা ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধানসহ সকল শিক্ষকের জন্য অফিস কক্ষ থাকিতে হইবে;

(ঙ) অন্যূন ১,৫০০ (পনের শত) বর্গফুটের লাইব্রেরী (অন্যূন ২,০০০ ভলিউমসহ) ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনাক্রমে উপযুক্ত সংখ্যক ল্যাবরেটরী থাকিতে হইবে;

(চ) বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত একটি পরিকল্পনা থাকিতে হইবে;

(ছ) অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে সুযোগ সুবিধা বিনির্মাণে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে বা ব্যয় হইবে বলিয়া প্রাক্কলিত হইয়াছে, উহাতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা উদ্যোক্তা বা স্থানীয় প্রতিনিধির অংশের দেশী ও বিদেশী মুদ্রার অনুপাতের হার ও তদ্‌সম্পর্কিত প্রত্যয়নকৃত তথ্য;

(জ) শিক্ষার্থী ভর্তি ফি, টিউশন ফি, ক্রেডিটের সংখ্যা, সেমিস্টারের অ্যাক্টিভিটি ফি এবং অন্যান্য ফি বাবদ ধার্য্যকৃত অর্থের মধ্যে উদ্যোক্তা, স্থানীয় প্রতিনিধি ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুপাতিক অংশহারের তথ্য;

(ঝ) উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পদ উদ্যোক্তা, স্থানীয় প্রতিনিধি ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আনুপাতিক হারে বিভাজিত হইতে হইবে;

(ঞ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ৩ (তিন) সদস্য সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ থাকিতে হইবে;

(ট) পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, মিলনায়তন, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, শিক্ষার্থীদের পৃথক কমনরুম এবং প্রয়োজনীয় সকলের বসার জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকিতে হইবে;

(ঠ) পাঠ্য তালিকায় কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিলে প্রতি ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি কম্পিউটার এবং প্রাসঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ল্যাবরেটরী স্থাপন করিতে হইবে এবং বিনা ফিসে বা ন্যূনতম খরচে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করিতে হইবে;

(ড) নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং নিয়োগ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিনামা ও নিয়োগপত্রের কপি;

(ঢ) শিক্ষার্থী ভর্তি করার ক্ষেত্রে ভর্তির যোগ্যতা, ভর্তি ফি, টিউশন ফি, অ্যাক্টিভিটি ফি ও মডারেশন ফিসহ, প্রোগ্রাম বা কোর্সের সর্বমোট খরচের তালিকা সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ, যাহা ওয়েবসাইটেও সংযোজন করিতে হইবে;

(ণ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্ম হইতে অনুমোদন গ্রহণ সংক্রান্ত দলিল, আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের কপি।

৮। **পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।**—(১) কমিশন, শাখা ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টার কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষার্থী মূল্যায়ন মানদণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

(২) কমিশন তদ্‌কর্তৃক প্রণীত মানদণ্ড ও নীতিমালা অনুসারে, সময় সময়, সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিসহ শাখা ক্যাম্পাস ও স্টাডি সেন্টার পরিদর্শন ও পরীবিক্ষণ (Monitoring) করিবে এবং উহার একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) সরকার, উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার এই বিধিমালার কোন বিধি লঙ্ঘন করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা হইলে উক্ত শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে বা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।

৯। **ফি**।—শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারকে নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত হারে ফি প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

টেবিল

(ক)	শাখা ক্যাম্পাস পরিদর্শন ফি	২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা;
(খ)	স্টাডি সেন্টার পরিদর্শন ফি	১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা;
(গ)	শাখা ক্যাম্পাসের সাময়িক অনুমতিপত্র	১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা;
(ঘ)	স্টাডি সেন্টার সাময়িক অনুমতিপত্র	৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা।

১০। **সংরক্ষিত তহবিল**।—(১) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা স্থানীয় প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা নিম্নবর্ণিত হারে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের নামে যে কোন তফসিলি ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিল হিসাবে স্থায়ী আমানত জমা রাখিবে, যথা ঃ—

(ক) শাখা ক্যাম্পাস ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা;
(খ) স্টাডি সেন্টার ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত তহবিলের কোনো অর্থ কমিশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে উত্তোলন করা যাইবে না।

(৩) এই বিধিমালার শর্ত ভঙ্গ করিবার কারণে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রয়োজন হইলে সংরক্ষিত তহবিল হইতে কমিশন ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্থায়ী আমানত হইতে উক্তরূপ ক্ষতিপূরণ ও খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থের অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ আরও প্রদান করিবার জন্য ধার্য্য হইবে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার কোন কারণে বন্ধ ঘোষণা করা হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ এবং অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত খরচ কর্তনক্রমে স্থায়ী আমানতের বাকি অর্থ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রতিনিধি বা উদ্যোক্তাকে ফেরত দেওয়া যাইবে।

১১। **শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।—(১) এই বিধিমালার অধীন কোন শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে—

(ক) বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন ব্যক্তিকে শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র বা অনুমতিপত্র জমা দিতে হইবে;

(খ) কোন বিদেশী ব্যক্তিকে শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত কমিশনে দাখিল করিতে হইবে;

(গ) কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনাপূর্বক শিক্ষক, বা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিবে;

(ঘ) নিয়োগকৃত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও অন্যান্য বেতনভুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য একটি উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকুরী কাঠামো প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে উহার একটি কপি কমিশনে প্রেরণ করিতে হইবে এবং কমিশন, সরকারের মতামত ও পরামর্শের আলোকে, প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো ও চাকুরী কাঠামো পরিবর্তন বা সংশোধন করিবে।

১২। সনদপত্র প্রদান।—(১) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের সাময়িক অনুমতিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অনধিক ০৬ (ছয়) মাস পূর্বে আবেদনকারী কমিশনের নিকট তদকর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা প্রদানপূর্বক সনদপত্রের জন্য আবেদন করিবে।

(২) কমিশন, উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী বিধি ৭ এ বর্ণিত শর্ত পূরণ করিয়াছে তাহা হইলে সরকারের নিকট সেই মর্মে একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং সরকার, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশের ভিত্তিতে, আবেদনকারীর অনুকূলে শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার স্থাপন বা পরিচালনার জন্য সনদপত্র ইস্যু করিবে।

১৩। সাময়িক অনুমতিপত্র বা ক্ষেত্রমত, সনদপত্র প্রদর্শন।—এই বিধিমালার অধীন সাময়িক বা, ক্ষেত্রমত, সনদপত্র প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে প্রতিষ্ঠানটির অফিসকক্ষ বা, ক্যাম্পাসের সুবিধাজনক স্থানে উহার সাময়িক অনুমতিপত্র বা ক্ষেত্রমত, সনদপত্র প্রদর্শন করিবে।

১৪। রেজিস্ট্রেশন ফি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফি এর তালিকা, ইত্যাদি।—(১) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদেয় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত রেজিস্ট্রেশন ফি এবং বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা ফি এর একটি তালিকা কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং শিক্ষার্থীগণ উক্ত তালিকা অনুসারে ফি পরিশোধ করিবে।

(২) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা, পরিশোধিত ফি এর পরিমাণ এবং তদসংশ্লিষ্ট কাগজাদি কমিশনে জমা দিবে।

(৩) শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার প্রত্যেক প্রোগ্রাম বা কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইবার পর উত্তীর্ণ এবং অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর তালিকা উহার রেজিস্টারে সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবে।

(৪) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তালিকা অনুসারে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট, ইত্যাদি কমিশন কর্তৃক প্রত্যয়িত হইতে হইবে এবং উহা বাংলাদেশে এমনভাবে প্রয়োগ করা যাইবে যেন উহা বাংলাদেশের স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত।

১৫। ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, বা সার্টিফিকেট ব্যবস্থা ও প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধান।—(১) কমিশন বিধি ১৪ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ইতিপূর্বে যে সকল শিক্ষার্থী কোন শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার কর্তৃক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট, ইত্যাদি ব্যবহার ও প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে তাহার শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের নাম, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সন, তারিখ উল্লেখ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসহ কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কমিশন উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর উহার যথার্থতা যাচাইপূর্বক উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কাহাকেও ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ না করিয়া কোন আবেদনপত্র নামঞ্জুর করিবে না।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট পুনঃবিবেচনার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(৫) এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

১৬। **গ্রেডিং ও উহার সমতা বিধান।**—(১) পরীক্ষা মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব গ্রেডিং নীতিমালা অনুসরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত গ্রেডিং কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সমতা বিধান সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১৭। **অভ্যন্তরীণ গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সেল বা ইউনিট।**—শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রত্যেক শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারে একটি অভ্যন্তরীণ গুণগত মান নিশ্চিতকরণ সেল বা ইউনিট থাকিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদনে এই বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

১৮। **শিক্ষা মেলা, সেমিনার, ইত্যাদি আয়োজনে বিধি-নিষেধ।**—এই বিধিমালার অধীন সাময়িক অনুমতিপত্র প্রাপ্ত বা সনদপত্র প্রাপ্ত শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য শিক্ষা মেলা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদির আয়োজন কিংবা প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে কোন ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে পারিবে না।

১৯। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—প্রত্যেক শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৪৫ এর বিধান অনুসরণীয় হইবে।

২০। **সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান।**—সরকার, কমিশন হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টারে আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সেই নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।

২১। **অপরাধ ও দন্ড।**—কোন শাখা ক্যাম্পাস বা স্টাডি সেন্টার কর্তৃক এই বিধিমালার কোন বিধান লংঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৪৯ প্রযোজ্য হইবে।

২২। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই বিধিমালা জারির পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authenitc English Text) প্রকাশ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd